অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 23-27
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

বিমল করের ছোটোগল্পে তিন নারী চরিত্র

সম্পা রানা
গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ(অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

রবীন্দ্রনাথের হাতেই সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের সৃষ্টি। তাঁর আগেও কয়েকজন গল্পকার সাময়িক পত্রিকায় কিছু সংখ্যক গল্প লিখেছেন।তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৮৯২ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যে গল্পের বই প্রকাশ করেন তার নাম "সংগ্রহ" স্বর্ণ কুমারী দেবী তার ছোট গল্পের বই এর নাম দেন 'নবকাহিনি বা 'ছোটো ছোটো গল্প'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমদের সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতির এক চরম সংকটময় পারস্তিতিতে পৌছায়। গ্রামীন যৌথ পরিবারগুলিতেও ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। এই পারিপার্শ্বিক আস্থিরতা তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের মনে একদিকে যেমন এনেছিল অস্থিরতা, অপ্রতিষ্ঠার জ্বালা তেমনি অন্যদিকে এনেছিল কিছু স্বপ্ন। এই সপ্ন নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। যে সকল পত্রিকা এই সময়ের অস্থিরতা ও যুগযন্ত্রনাকে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), বিচিত্রা (১৯২৭) প্রমুখ। যদিও 'কল্লোল' পত্রিকার সাহিত্যিকদের দিয়েই এই সময়কার সাহিত্যিকদের চিহ্নিত করা হয়।এরপর ধীরে ধীরে বাংলা ছোটোগল্পের ধারা এগিয়ে গেছে পরিনতির দিকে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আরো একদল তারুন ছোটোগল্প লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা প্রচলিত রীতি পদ্ধতিকে ভেঙে নিজেদের ইচ্ছে মতো গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তারা বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুললেন। এর মধ্যে অন্যতম হল 'ছোটোগল্পে নতুন রীতি আন্দলন। এই আন্দলনে অংশগ্রহনকারীদের উৎসাহিত করে তোলার পেছনে বিমল করের ভূমিকাও কম নয়।বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি বৈচিত্রময় ও শক্তিশালী। বিমল করের বেশ কয়েকটি গল্প লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, তাঁর নারী চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত। তিনি কখনো নারী চরিত্রগুলিকে বাস্তব সম্মত করে তুলে ধরেছেন আবার কখনো তাদের নিয়ম- কানুনের বাইরে নিয়ে গেছেন। আত্মবিশ্লেষণ বোধ যেমন তাদের মধ্যে দেখা গেছে তেমনি মানসিকতার টানাপোড়েন ও অনেকক্ষেত্রে অদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে। বিমল করের নারী চরিত্রগুলি বহুমাত্রিক ও প্রগতিশীল , তারা তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের স্বাতন্ত্র, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। প্রেম, কর্তব্য, আত্মত্যাগ ও সম্পর্কের টানাপোড়েন তাদের চরিত্রের মূল ভিত্তি ছিল, যা তাদের আরো মানবিক ও বাস্তব যার তুলেছে।

বিমল করের গল্পের সংখ্যা শতাধিক। ভালোভাবে দেখতে গেলে হয়তো পত্রিকায় আরো গল্পের খোঁজ বেরোবে। ছোটোবড়ো মিলিয়ে প্রাথ দুশো গল্পের সান্ধান পাওয়া যায়। এর মাধ্য আমরা তিনটি গল্প নিয়ে আলোচনা করবো, সেগুলি হল- ইঁদুর', 'আঙুরলতা', 'বকুলগন্ধ। আলোচ্য গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে নারী চরিত্র ঠিক কতো রকমের হয়। এখানে আমরা নারী চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করবো আর দেখার চেষ্টা করবো এই

বিশ্লেষণ ঠিক কিভাবে গল্পগুলিকে পরিনতির দিকে নিয়ে যায়। পুরুষ চরিত্রগুলি গল্পে প্রকটিত হলেও নারী চরিত্রের জটাজালে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে রসোত্তীর্ণ।
প্রথমে আমরা 'ইঁদুর' 'গল্প নিয়ে আলোচনা করবো। মলিনা ও যতিন গল্পের মূল চরিত্র তারা স্বামী-স্ত্রী, যতিনের বন্ধু বাসুদেব সে একজন সন্ন্যাসী। স্বামী যতিনের সাথে একটি ছোট ঘরে বাস করত। প্রথম যখন তারা আসে তখন ঘরটি এলোমেলো ছিল এবং ইঁদুরের বড়ো উৎলাত ছিল। মলিনা এই ইঁদুর নামক প্রাণীটিকে খুব ঘৃনা করত। মলিনা ঘরটিকে গুছিয়ে নিয়েছিল নিজের মনের মতো করে, একটি ইঁদুর মারা কলও সে রেখেছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বেশ ভালোই চলছিল। সমস্যা শুরু হল যতিনের বন্ধু বাসুদেবের আসার পর। বাসদের সংসার ত্যাগী একজন মানুষ, বেশ কিছুদিন সে এখানে থাকবে বলে এসেছিল।

বাসুদেব আসার পর যতীন কাজের সুত্রে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা চলে যায়। শুরু হয় মলিনার ভাবনা-চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপের গোলযোগ।বাসু দেবকে নিয়ে মলিনার মনে এক আদ্ভুত ভয় সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ ঘরের মধ্যেও তার মনের ভীতি দূর হয়না তাই দরজা গড়ায় রেখে আসে তার ইঁদুর মারা কলটিকে। বারান্দায় শুয়ে বাসুদেব দিন কাটাতে থাকে। এইভাবে একদিন-দুইদিন কাটার পর একদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি শুরু হয় তখনও মলিনা স্থীর থাকতে পারে না। সকালে উঠে দেখে চোখ লাল করে ভেজা শরীরেই বসে থাকে,সামান্য সাহায্যটুকু ও সে মলিনার থেকে চায় না । নিজের জায়গায় সে নিরবিকার ভাবে বসে আছে দেখে মলিনা অবাক হয়ে যায়, এর পর মলিনার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হতে শুরু করে।

মলিনার চরিত্রকে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে সচেতন মনে বাসুদেবের প্রতি মলিনার সন্দেড়ে ভয়, উৎকণ্ঠা ছিল ঠিকই কিন্তু অবচেতন মনে ছিল তার প্রতি প্রতিক্ষা। আর সচেতন মনে সে তাকে ঘৃনা, অবহেলা করলেও অবচেতন মনে সে যেন চাইছে বাসুদেব, তার ঘরে সব বাধা অতিক্রম করে আসুক। পূর্বে তার জীবন-অভিজ্ঞতা হয়তো তেমন মধুর ছিলনা,তার নাম থেকে আমরা তার প্রমান পাই, কারণ 'কালো, গায়ের রং থেকে তার নাম হয় মলিনা, এছাড়াও আর্থিক সমস্যা ও অন্যান্য কারন সব মিলিয়ে সে আর পাঁচটি নারীর মতোই পতিব্রতার আবহে জড়াতে চেয়েছে ।কিন্তু তার মনের আর্তনাদ বার বার আঘাত করেছে তার চেতন মনের দরজায়। তাই আপাত অর্থে মলিনার মধ্যে দুই সত্ত্বার দ্বন্দ আমরা চেখতে পাই। ঘরকে পরিস্কার করে আবর্জনা যুক্ত করলেও সে নিজের মনকে আবর্জনা মুক্ত করতে পারেনি। বাসুদেবের পবিত্র মনের কাছে তার কুৎসিত মন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। তার মনের এই মলিন কথা ও ভাবনা গুলি সে হযতো কোনদিন কারো কাছে স্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু সে নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এতো দিন সে যে রূপটি তার মনের মধ্যে পুশে রেখেছিল তার মধ্যে এক ভয়ংকর কালো দাগের বিস্তার ঘটেছে। তাই গল্পের শেষাংশে আত্মবিশ্লেষণ করে মলিনা নিজেই বলেছে-

‘’ ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই ঘরেই আছে, কুরকুর করে কাটছে দিনরাত’ ,১

এরপর আমরা আঙুরলতা গল্পটি বিশ্লেষণ করব। গল্পের মূল চরিত্র আঙুর ও নন্দ । বছর চারেক আগে নন্দ আঙুরকে বাড়ি থেকে এনে আপন করেছিল। তারপর তাকে ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলেছিল রাস্তায়। পুরুষ মন তাই এক নারীতে টেকেনি। অবশেষে শরীরের জ্বালা মেটানোর পর যখন রোগের বাস শুরু হয়েছে তখন ফিরে এসেছে আঙুরের কাছে।তাখন সে বলেছে -

.

"তোমার পয়সার সুখ সারা লুটেছে তাদের কাছে যাও"২

নন্দ ফিরে আসার পর শুরু হয়েছে তার জীবনের আসল যন্ত্রনা। নন্দ মারা গেলে তার মৃতদেহ দাহ করার জন্য প্রয়োজন কিছু পয়সা, সেই পয়সা জোগাড় করতে আঙুরকে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল তা গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। যে সানুষটি একসময় আঙুরকে ভালোবেসে স্বপ্নের জাল বুনতে সাহায্য করেছিল সেই মানুষটাই আবার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য তাকে অসহায় করে ছেড়ে যেতে দু বার ভাবেনি। সে কীভাবে এই নিঃসঙ্গ জীবনে দুবেলা দু-মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবে তার কাথাও সে একবার চিন্তা করেনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখতে পাই ভাগ্যর কি পরিহাস। সুস্থ শরীরকে সবাই চায় কিন্তু অসুস্থ, অসহায় শরীরকে সবাই যত্ন করে না। তাই তাকে ফিরে আসতে হাসছে আঙুরের কাছে। সংগ্রাম করে জীবন কাটাতে কাটাতে আঙুর অনেকটা শক্ত ও রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে পড়েছিল, তাই নন্দর অনুরোধ সে নাকচ করতে পারতো কিন্তু হয়তো আঙুরের মনে কোথাও না কোথাও এক গভীর অনুভূতি ্লোকাণো ছিল।তাই সে তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছে।

সতীত্ব রক্ষা করতে না পেরেও যে ভালোবাসার দাম দেওয়া যায় তা আঙুর চরিত্রটি না বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারতাম না। নিজের কাছের মানুষটিকে একটু স্বাভাবিক ভাবে দাহ করার জন্য আঙুর মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরেছে ।এটা ঠিক যে খুব প্রয়োজনে, দুটো খাবারের জন্য আঙুরকে অনিচ্ছা সত্বেও সেজেগুজে রাস্তায় দাড়াতে হয়েছে, কিন্তু সে কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে নন্দর জন্য তাকে ইচ্ছা করে এমন এক মানুষের সাথে শুতে হবে যাকে সে একপ্রকার ঘৃণা করতো। নাম প্রভুলাল, কালো চেহারা, ফোলা ফোলা গাল। তার চোখ-মুখের দিকে তাকালেও আঙুরের শরীরে ঘৃণা ভাবের জাগরণ হত। কিন্তু পরিস্থিতির জন্য তাকে সেই ব্যক্তিটির কাছে শরীর উৎসর্গ করতে হয়েছে। পেটের দায়ে শরীর বিক্রি ও ছেড়ে যাওয়া পুরানো ভালোবাসাটির প্রয়োজনে শরীর বিক্রি করার মধ্যে এক বিস্তর ফারাক আছে। নারীর পক্ষেই হয়তো এই বলিদান সম্ভব।

‘ বকুলগন্ধ' গল্পটি পড়লে আমরা এমন এক নারীর পরিচয় পাই যে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে বিচরণ করে। অঞ্জনার স্বামী সুধাংশু, পেশায় একজন ডাক্তার।সুধাংশু একজন চরিত্রবান পুরুষ, স্ত্রীকে ভালোবাসা থেকে যত্ন করে রাখা কোথাও তার বিন্দু- বিসর্গ ত্রুটি নেই । তাদের একটি সন্তান ও. আছে।সমস্যা শুরু হয়েছে অঞ্জনাকে ঘিরে। পূর্ব প্রেমিক শ্যামল, বিয়ের এতো বছর পরেও অঞ্জনার মন প্রান জুড়ে আছে। উঠতে-বসতে, হাসতে- খেলাত সে শ্যামলের স্মৃতি্র রোমন্থন করেছে। অবচেতন ও চেতন মনে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামলের কথা ভাবতে থাকে। অঞ্জনার কথায় -

"বিশ্বাস কর সারাক্ষন তোমার কথাই ভাবি। আরকিছু ভাবতে পারি না"৩

শ্যামলকে না পাওয়ায় অঞ্জনার মধ্যে যে আস্থিরতা শুরু হয়েছে তা আমরা গল্পের প্রতি ছত্রে ছত্রে বুঝতে পারি। বকুলগন্ধা ফুল দেখে তার যে বিরক্তিভাব তা পাঠক সমাজ কে বিচলিত করে ।সে ভুলে যায় যে সে কারো মা ও কারো স্ত্রী।স্বামী,সান্তান সহযোগে একটি সুন্দর পরিবার থাকা সত্ত্বেও অঞ্জনার মনের দোলাচল চরিত্রকে এক অনিশ্চিত পথে চালিত করেছে। এই পথের না আছে কোন ঠিকানা আর তার না আছে কোন নিশ্চয়তা, কারন শ্যামলের জীবনে তার স্ত্রীর উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি গল্প বিমল করের হাতে লিখিত, এক একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এখানে আমরা একটু

.

মনোযোগ দিলে লক্ষ্য করবো সে তিনটি চরিত্রের ধ্যান, ধারনা; কার্যকলাপ তিন রকমেড়। চরিত্রগুলিকে ভেঙে চুরে তিনি এক অনন্য মাত্রা দান করেছেন। প্রথমে দেখবো মলিনা চরিত্রটিকে ।স্বামী- পরিবার থাক সত্ত্বেও তার অবচেতন মনে তৈরী হয়েছে এক পরপুরুষের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা।মলিনার সেই আকাঙ্খাকে প্রকাশ করার মতো কোন সাহস নেই কারন এতোদিন সে সতীত্বের বেড়াজালে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছিল। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে সে বার বার বঞ্চনা করেছে বাসুদেবকে। এখানে আমরা নারী চরিত্রের মধ্যে দুটি রুপ সামান্তরাল দেখতে পাই। একদিকে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অপরদিকে স্বামীর অবর্তমানে তার বন্ধুর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা। অপরদিকে 'আঙুরলীতা' গল্পে আমরা নারী চরিত্রর এক বলিষ্ঠ রূপ দেখতে পাই, যেখানে নারীরা খুব সহজেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হয় নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সেখানে আঙুরের বলিদান, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে। একসময়ে ছেড়ে যাওয়াভালোবাসার ্মৃতদেহ দাহ করার জন্য আঙুরের যে পরিনতি হয়েছে তা চিরজীবন ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অপরদিকে 'বকুলগন্ধ' গল্পে অঞ্জনা চরিত্রটিকে একটু অস্বস্তিকরই মনে হয়। স্বামী, সংসার, সন্তান সুন্দর পেয়েও সংসারে মন নেই তার। এভাবে সে সাজানো সংসারকে না পাওয়া প্রেমিক শ্যামলের জন্য মর্মান্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

বিমল কর তাঁর ছোটোগল্পে নারী চরিত্রগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।গতানুগতিক নারী চরিত্রকে তিনি রূপায়িত করেননি। তিনি নারী চরিত্রকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতিটি নারী চরিত্র স্বতন্ত্র। নারী চরিত্রগুলির গভীরে ঢুকে তাদের বিশ্লেষণ করেছেন বলেই হয়তো তার গল্পগুলি এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের নারীরা প্রথাগত কাঠামোর বাইরে।সেদিক থেকে তাঁর ছোটোগল্পগুলি বাংলা সাহিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে , যা পাঠককে জীবনের গভীরে নিয়ে যায় এবং চিন্তার খোরাক জমায়।

তথ্যসূত্র

১. কর বিমল 'ইঁদুর', 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-২৮
২. কর বিমল, 'আঙুরলতা', 'পঞ্চাশটি গল্প'আনন্দ পাবলিশার্স পৃ-৬৭
৩. কর বিমল, 'বকুলগন্ধ', 'পঞ্চাশটি গল্প' আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-৫৮

গ্রন্থপঞ্জি

১. কর বিমল, 'উড়ো খই' দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৪
২. কর বিমল, 'পঞ্চাশটি গল্প' আনন্দ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০১
৩. কর বিমল, 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৬
৪. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটোগল্প', ডি.এল লাইব্রেরি, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৪
৫. ঘোষ সুবোধ, 'বাছাই গল্প' মণ্ডল বুক হাউস, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪০২
৬. চক্রবর্তী সুমিতা, 'ছোটোগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪
৭. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১২
৮. চৌধুরী ভুদেব, 'বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ও গল্পকার' মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ – ২০০৩
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, প্রথম্ম সংস্করণ পুনর্মুদ্রন ২০০৫

.

১০. দে আশিসকুমার, 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান', সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২
১১. দত্ত বীরেন্দ্র, 'বাংলা কথা সাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮
১২. দত্ত সন্দীপ, 'ছোটোগল্প: নতুন রীতি', র‍্যাডিকেল ইমাপ্রশন, কলকাতা